ছায়াহীন

পরেশ দাস

সূর্য উঠলেই গিয়ে নদীতটে উন্মুক্ত দাঁড়াই
আমার প্রগাঢ় ছায়া নদীটির বুকে নেমে যায়
নীল সাদা মাছগুলি ছায়াটির সাথে খেলা করে
এরকম অবগাহন স্নানের আমেজে
অরণ্যের নির্ভার চেতনাসিক্ত হই
ঘুমে ঘুমে প্রশান্ত সাঁতার
নদীর কোমল ছোঁয়াছুঁয়ি
ছায়ার শরীরে ফোটে আনন্দের স্বেদ
কিনারে দাঁড়ানো দেহ ভয়াতুর দেখে
হঠাৎ হাঙ্গর এসে গিলে খায় ছায়ার শরীর

এ শরীর ছায়াহীন হয়েছে সেদিন

ঘরের কথা ৪

যে আলো নামছে ধীরে পশ্চিম পাহাড়ে
আকাশের সিঁড়ি পার হয়ে
হে পরমা বিকেলের নরম কিরণ
এসো তুমি হাল্কা শাড়ি মৃদু প্রসাধনে
খুঁটে বেঁধে সকালের দীর্ঘ ছায়াগুলি
দুপুরের অহংকার স্তিমিত যখন
বিকেলের মত নোওয়া বুকের উত্থান
এসো তুমি ঈষৎ অশক্ত আলিঙ্গান
আগুন আর অঙ্গার মূহূর্তগুলি ফেলে
নিরালা ঘাসের বনে উড়ছে ফড়িং প্রজাপতি
মজায় ডিগবাজি খায় শান্ত কৃকলাশ
আকাশের সিঁড়িটকে এখানে নামাও
লোকালয় থেকে অল্প দূর এই ঘাস ভরা মাঠ
প্রাক্ - গোধূলির কথা বিনিময় করি।

বাইসন

বেতলার জঙ্গলে কিছুটা ভিতরে
সেখানে শুধুই গুল্ম - আগাছায় ভর্তি প্রান্তর
ছোট কুটুসের সমারোহ
দীর্ঘ এক বাইসন সেখানে একাকী ঘোরে
আনমনে শুঁকে দেখে ঘাস
বিকেলের ছায়াময়তায় নেমে যায় জলাশয়ে
আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে দিয়ে
এরকম কতবার পশুজন্ম তার
বাইসন কখনও কি ভাবে
চেতনাশূন্যতা নিয়ে বারবার
বাঁকা শিঙে মাটি খোঁড়ে নিষ্ফল আক্রোশে

সন্ধ্যা গড়ায় বেতলায়
বনের মাথায় আসে চাঁদ
হাওয়ার প্রভাবে মেশে কুটুসের ঘ্রাণ
অবুঝ বাইসন মাথা নাড়ে
ছোটাছুটি করে বনাঞ্চলে
কেন কেন পশুজন্ম তার বার বার
হয়তো ভাবে বাইসন
কুটুসের জঙ্গলে ঘ্রাণ নেয়
বুনো গন্ধ শুঁকে শুঁকে
কেটে যায় অবশিষ্ট রাতের প্রহর
সকালের সূর্য উঠে এলে
পা টেনে - টেনে চলে
বিষাদিত একাকীত্বে ক্লিষ্ট বাইসন।

সৃষ্টিসন্ধান